দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ··· 07 NOV 1998 ···
পৃষ্ঠা ··· ৩ ··· কলাম ··· ৫ ······

ঢাকা অংশ নেবে ॥ ব্যাপক প্রস্তুতি

কলকাতায় বইমেলায় এবারের 'থিম কান্ট্রি' বাংলাদেশ

হাসান হাফিজ

কলকাতা বইমেলায় ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ এবং নতুন ও মানসম্পন্ন গ্রন্থ প্রকাশনার লক্ষ্যে বাংলাদেশে সরকারী বেসরকারী পর্যায়ে জোর প্রস্তুতি চলছে। আগামী ২৭ জানুয়ারি কলকাতার ময়দানে শুরু হবে ১২ দিনব্যাপী এই বইমেলা। এবারের 'থিম কান্ট্রি' হচ্ছে বাংলাদেশ।

মেলায় বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নের আয়তন হবে পাঁচ হাজার বর্গফুট। তাতে বাংলা একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমী, শিশু একাডেমী, পর্যটন কর্পোরেশনের প্রতিনিধিত্ব থাকবে। এ ছাড়া থাকবে বঙ্গবন্ধু জাদুঘর ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতীকী উপস্থাপনা।

ভয়ঙ্কর বন্যার কারণে কলকাতা বইমেলায় বাংলাদেশ না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। পরে সরকার মেলায় অংশ নেয়ার কথা ঘোষণা করে। যে দেশ 'থিম কান্ট্রি' হয় তাদেরকে স্পন্সর হিসাবে দশ লাখ টাকা দিতে হয়। বন্যার কারণে বাংলাদেশ সরকারকে সে টাকা দিতে হচ্ছে না।

কলকাতা বইমেলার আয়োজক পাবলিশার্স এ্যাণ্ড বুক সেলার্স গিল্ড। সারা বিশ্বের প্রধান প্রধান প্রকাশক এতে অংশ নিয়ে থাকেন। '৯৯ সালের থিম কান্ট্রি হিসাবে বাংলাদেশকে নির্বাচন করা হয় গত বইমেলায়। আগামী দু'হাজার সালের 'থিম কান্ট্রি' (উদ্যোক্তা সংস্থার ভাষায় বিশেষ প্রাধান্য পাওয়া দেশ) হবে জার্মানি।

আসন্ন মেলার শ্লোগান ঠিক করা হয়েছে 'বই গড়ে তোলে সেতু'। মেলার বিশাল চত্বরে বাংলাদেশ দু'টি গেট নিজ খরচে নির্মাণ করবে। গেটে থাকবে বাংলাদেশের শহীদ মিনার, জাতীয় স্মৃতিসৌধ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক নিদর্শনের উপস্থাপনা। গেট নির্মাণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। দেশের বিশিষ্ট শিল্পী ও স্থপতিরা রয়েছেন এ কমিটিতে।

কলকাতা বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থিম কান্ট্রি বাংলাদেশের নাগরিক প্রধান অতিথি ও মূল বক্তা থাকবেন। ৩০ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশ দিবস। এ ছাড়াও মেলা চলাকালে কবি সম্মেলন, আবৃত্তি, শ্রুতি নাটকের আয়োজন করা হবে। আর্ট গ্যালারিতে থাকবে বাংলাদেশের চিত্রশিল্পীদের কাজ। একই সময়ে মেলার বহিরাঙ্গনে সচরাচর, সঙ্গীতানুষ্ঠান, নাটক, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও আর্টিস্ট ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশও যথারীতি এসব উদ্যোগ আয়োজনে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত থাকবে। মেলায় বাংলাদেশ থেকে সরকারী পর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দল যাবে কলকাতায়।

বাংলাদেশের বেসরকারী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলো এই মেলায় এবার ব্যাপকভাবে অংশ নেবে। মোট ৪২টি প্রকাশনা সংস্থার সংগঠন বাংলাদেশ সৃজনশীল প্রকাশক পরিষদের উদ্যোগে পাঁচ হাজারেরও বেশি টাইটেলের বই যাচ্ছে মেলায়। এ ছাড়াও কলকাতা বইমেলা ও একুশে বইমেলাকে সামনে রেখে প্রকাশিতব্য নতুন বই যোগ করলে টাইটেল সংখ্যা আরও বাড়বে। পরিষদের সভাপতি ও প্রকাশনা সংস্থা 'সাহিত্য প্রকাশ'-এর স্বত্বাধিকারী মফিদুল হক জানান, মেলা উপলক্ষে জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র বের করছে 'বাংলাদেশের গ্রন্থপঞ্জি'। এ ছাড়াও প্রকাশ করা হচ্ছে পোস্টার, পরিচিতি পুস্তিকা ও স্মরণিকা। সৃজনশীল প্রকাশক পরিষদ সরকারের ওপর নির্ভরশীল না থেকে আলাদা বড় আকারের স্টল ভাড়া নেবে মেলায়। পরিষদের ২০/২২ জন সদস্য কলকাতা মেলায় যোগ দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। জনাব হক আরও বলেন, এ মেলায় বাংলাদেশ বড় ধরনের এক্সপোজার পাবে। পশ্চিমবঙ্গে বাংলা বইয়ের বিশাল বাজারে আমরা এখনও ঢুকতে পারিনি। এ মেলা সে সুযোগ সৃষ্টি করবে। আমাদের সাহিত্য, গবেষণা, মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে ওখানকার পাঠকদের বেশ কৌতূহল রয়েছে। হাতের কাছে বই না পাওয়ায় তাদের মধ্যে রয়েছে ভুল ধারণা, অজ্ঞতাও।

সেসব দূর করার ক্ষেত্রে 'থিম কান্ট্রি' হিসাবে আমাদের অংশগ্রহণ এক বিরাট সুযোগ। মেলায় বাংলাদেশের বই বিক্রিরও বন্দোবস্ত থাকবে। ভারতীয় রুপীর সাম্প্রতিক অবমূল্যায়নের কারণে ক্রেতাদের কাছে আমাদের বইয়ের দাম খুব বেশি বলে মনে হবে না। মেলা উপলক্ষে কলকাতার প্রকাশকরাও নতুন নতুন বই প্রকাশের কাজে হাত দিয়েছেন। তবে এবার বাংলাদেশ বিষয়ক ও বাংলাদেশের লেখকদের বইও কেউ কেউ বের করবেন। যেমন প্রতিক্ষণ প্রকাশনা সংস্থা বের করছে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ১২টি উপন্যাস।

বাংলা একাডেমীর একটি সূত্র জানায়, কলকাতা বইমেলা উপলক্ষে কিছু নতুন বই একাডেমী বের করবে। অবশ্য বন্যার কারণে বাজেট কাটছাঁট হওয়ায় প্রত্যাশিত সংখ্যক বই হয়তো শেষ পর্যন্ত প্রকাশ করা সম্ভব হবে না।